চট্টগ্রাম বন্দর মহিলা কলেজ

বন্দর, চট্টগ্রাম-৪১০০

EIIN : 138384

পিএবিএক্স- ২৫২২২০০-২৯, এক্স- ৫৩৪৯, ৫৩১৭

E-mail : cpwomencollege@gmail.com, Website www.cbmc.edu.bd

চট্টগ্রাম বন্দর মহিলা কলেজ এ শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক নিশ্চায়নকৃত শিক্ষার্থীদের পরবর্তী করণীয় :

১। ১৩/০৯/২০২০ খ্রি. থেকে ১৫/০৯/২০২০ খ্রি. এর মধ্যে কলেজ ওয়েব সাইট www.cbmc.edu.bd এ প্রবেশ করে ওয়েব পেইজের উপরের ডান দিকের Online Admisson বাটনে ক্লিক করে প্রত্যেক শিক্ষার্থী কলেজ কর্তৃক প্রদত্ত Application Form পাবে।

২। প্রাপ্ত ফরমের প্রতিটি ঘর/Field নির্ভুল তথ্য দিয়ে পূরণ করে শিক্ষার্থী ছবি, একাডেমিক ট্রান্সক্রিপট, প্রশংসাপত্র, শিক্ষার্থী পোষ্য হলে তার ক্ষেত্রে পিতা/মাতা/যার অধীনে পোষ্য তার সার্ভিস আইডি কার্ড, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের স্বাক্ষর ছবি আকারে আপলোড করে প্রদত্ত Security Code পূরণ করে Submit Button এ ক্লিক করতে হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

- ❖ শিক্ষার্থীর কোন তথ্য যদি অসম্পূর্ণ/ ভুল পাওয়া যায় তবে ঐ শিক্ষার্থীর আবেদন পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩। তথ্য Submit করার পর ওয়েব সাইট হতে প্রাপ্ত Confermation Code আবেদনের কপি, প্রাপ্ত আইডি, পাসওয়ার্ড অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে।

এমতাবস্থায়, শিক্ষার্থীর প্রাথমিক আবেদন হবে এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ উক্ত আবেদন যাচাই বাছাই করবে। আবেদন সঠিক/পূর্ণাংগ হলে কলেজ কর্তৃপক্ষ আবেদনকৃত শিক্ষার্থীর ফরমে প্রদত্ত Contact No এ ভর্তি ফি পরিশোধের জন্য একটি গোপনীয় User Name এবং Password প্রেরণ করা হবে।

৪। শিক্ষার্থীর SMS প্রাপ্তির ৪৮ ঘন্টার মধ্যে পূণরায় কলেজের ওয়েবসাইটে (**www.cpa.cbmc.edu.bd**) প্রবেশ করে (সর্বশেষ সময় ১৫/০৯/২০২০ দুপুর ১২ টা) SMS থেকে প্রাপ্ত User Name এবং Password দিয়ে লগইন করে বিকাশ বা রকেটের মাধ্যমে অনলাইনে ভর্তি ফি পরিশোধ করে পে স্লিপ ও সংরক্ষণ করবে।

অতপর: পরবর্তী ৩ দিনের মধ্যে কলেজে ভর্তির প্রয়োজনীয় মূল কাগজপত্র, ০৪ কপি PP সাইজের ছবি ও ভর্তি ফির পে-স্লিপ জমা দিতে হবে।

আবেদন এবং ভর্তি ফি সঠিকভাবে সম্পন্ন হলে শিক্ষার্থীর ভর্তি সম্পন্ন হবে ও এডমিটেড লিস্টে নাম দেখা যাবে।

- ❖ ভর্তি সংক্রান্ত যে কোন সমস্যা/সমাধান ও তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন 01531117886 অথবা কলেজ অফিস যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

কলেজের বৈশিষ্ট্য

১। সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা এবং দক্ষ অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।
২। Interactive Teaching অর্থাৎ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা।
৩। অরাজনৈতিক, সন্ত্রাসমুক্ত ও ধুমপানমুক্ত পরিবেশ।
৪। কলেজটি বন্দরের সংরক্ষিত আবাসিক এলাকায় অবস্থিত। ফলে ছাত্রীদের জন্য যাতায়াত সহজ ও সুগম।
৫। পর্যাপ্ত মেধাবী শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত।
৬। প্রশস্ত শ্রেণিকক্ষ, পর্যাপ্ত আলো-বাতাস প্রবাহের সুব্যবস্থা।
৭। ১:৫০ অনুপাতে ক্লাস পরিচালনা।
৮। সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সুবিধা।
৯। নিজস্ব ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন খাবার পানির ব্যবস্থা।
১০। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ পাঠাগার।
১১। অত্যাধুনিক শিক্ষা উপকরণ সমৃদ্ধ ল্যাব।
১২। অত্যাধুনিক শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কম্পিউটার ল্যাব।
১৩। বিএনসিসি, রোভার স্কাউট, রেড ক্রিসেন্ট ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের সুযোগ।
১৪। নিয়মিত সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিকাশের ব্যবস্থা।
১৫। দরিদ্র-মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা।

ভর্তির নীতিমালা

ভর্তির যোগ্যতা ঃ

ক) ২০১৮, ২০১৯ ও ২০২০ সালের যে কোন শিক্ষা বোর্ড এবং উম্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত এস এস সি/সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুসরণ সাপেক্ষে চট্টগ্রাম বন্দর মহিলা কলেজে ভর্তির আবেদন করতে পারবে।

খ) বিদেশী কোন প্রতিষ্ঠান হতে সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক তার সনদের মান নির্ধারনের পর দফা (ক) এর অধীন ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হবে।

গ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক জিপিএ এর ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে।

ঘ) (i) বিজ্ঞান শাখা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী- বিজ্ঞান/মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ভর্তি হতে পারবে।
(ii) ব্যবসায় শিক্ষা শাখা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী-ব্যবসায় শিক্ষা/মানবিক শাখায় ভর্তি হতে পারবে।
(iii) মানবিক শাখা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী-মানবিক/ ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ভর্তি হতে পারবে।

ঙ) শিক্ষার্থীদের এস.এস.সি/ সমমানের পরীক্ষার ফলাফলের মেধাক্রম অনুযায়ী মানবিক বিভাগে-১০০, ব্যবসায় শিক্ষায় শাখায়-১৫০, বিজ্ঞান বিভাগে-২০০ জন করে ভর্তির জন্য মনোনীত করা হবে। আসন শূণ্য থাকা সাপেক্ষে অপেক্ষমান তালিকা থেকে পরবর্তিতে ভর্তি করা হবে।

চ) ভর্তির আবেদন ক্ষেত্রে নূন্যতম জিপিএ ঃ

বিভাগ	চবক এর পোষ্যদের ক্ষেত্রে নূন্যতম জিপিএ	সাধারণ/অন্যান্য ক্ষেত্রে নূন্যতম জিপিএ
মানবিক	২.৫০	৩.০০
ব্যবসায় শিক্ষা	৩.৫০	৪.০০
বিজ্ঞান	৪.২৫	৪.৭৫

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত কোটা প্রযোজ্য।

ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী শিক্ষাবোর্ডের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক নোটিশ বোর্ড এবং কলেজ ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হবে।

ওয়েব ঠিকানা ঃ

www.cpa.cbmc.edu.bd

EIIN: 138384,

ভর্তি ও অন্যান্য ফি ঃ

শিক্ষামন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত।

ইউনিফর্ম ঃ

আকাশি নিল রঙের কামিজ (থ্রি কোয়াটার স্লিভ), সাদা ক্রস ওড়না, সাদা স্কার্ফ, আকাশি নিল বেল্ট, সাদা পায়জামা এবং সাদা মোজা, কালো বাটা সু চট্টগ্রাম বন্দর মহিলা কলেজের ছাত্রীদের নির্ধারিত ইউনিফর্ম ও কলেজ কর্তৃক নির্ধারিত এপ্যুলেট। শীতকালীন পোশাক নেভী ব্লু ফুলহাতা সোয়েটার ও অন্যান্য।

গাইড ব্যবস্থা ঃ

নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রীর একেকটি দল একেকজন শিক্ষকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত থাকে। উক্ত শিক্ষক তাঁর অধিনস্থ ঐ নির্দিষ্ট ছাত্রীদের প্রতিদিন যথাসময়ে কলেজে আগমন-প্রস্থান, বিভিন্ন পরীক্ষায় যথাযথ অংশগ্রহণ ইত্যাদির পর্যবেক্ষণ, অনুপস্থিতি ও পড়াশোনার তদারকি করে থাকেন। অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা, ছাত্রীদের আচরণ ও পাঠোন্নয়ন ইত্যাদি যথাসময়ে অধ্যক্ষ মহোদয়কে অবহিতকরণ ও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উপদেশ বাস্তবায়ন করা এবং ছাত্রীদের কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে পাঠে অধিকতর মনোযোগী করে তোলার ক্ষেত্রে উক্ত শিক্ষক কার্যকরি ভূমিকা পালন করেন এবং ছাত্রীদের যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করেন।

আচরণ ও নিয়ম-শৃংখলা ঃ

ক) প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সকল শিক্ষকের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন ও তাঁদের আদেশ-উপদেশ পালন করতে হবে।

খ) সহপাঠী, সিনিয়র ও জুনিয়র ছাত্রীদের সঙ্গে ব্যবহার ও সম্পর্ক হবে যথাক্রমে বন্ধুত্বপূর্ণ, শ্রদ্ধাশীল ও স্নেহসুলভ।

গ) বিরতির সময় বা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক না থাকলে অনাবশ্যক কিংবা বিচ্ছিন্নভাবে ঘোরাঘুরি, হৈ চৈ করা যাবে না।

ঘ) কলেজের যাবতীয় সম্পদ সংরক্ষণে যত্নবান হতে হবে। কলেজের যেকোন সম্পদ নষ্ট করলে ক্ষতিপূরণ আদায়সহ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ঙ) প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা-পয়সা বা মূল্যবান জিনিসপত্র, মোবাইল, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি কলেজে আনা নিষিদ্ধ।

চ) প্রয়োজনীয় টাকা-পয়সা বা মূল্যবান জিনিসপত্র শিক্ষার্থী সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে সংরক্ষণ করবে। হারিয়ে গেলে কলেজ কর্তৃপক্ষ কোনভাবে দায়ী থাকবে না।

উপস্থিতি ঃ

বোর্ডের নিয়মানুসারে ৭৫% এর উর্ধ্বে উপস্থিতি থাকতে হবে। ৬০%-৭৫% এর নীচে উপস্থিত ছাত্রী নির্বাচনি পরীক্ষায় নিয়মানুসারে নির্বাচিত হলে ১০০ টাকা অতিরিক্ত নন-কলেজিয়েট ফি প্রদান পূর্বক ফরম পূরণ করতে হবে। ৬০% এর কম উপস্থিত ছাত্রীদেরকে বোর্ড পরীক্ষায় ফরম পূরণের সুযোগ দানের বিধান বোর্ডের নেই। তাই ৬০% এর বেশি উপস্থিতি সম্পন্ন ছাত্রীদেরকেই কেবল নির্বাচনি পরীক্ষার জন্য যোগ্য ঘোষণা করা হবে।

* ছাত্রী উপস্থিতি, অনুপস্থিতি, ফলাফল, বিভিন্ন ফি আদায়সহ অন্যান্য কার্যক্রম অটোমেশন প্রক্রিয়ায় পরিচালিত হয়।

অভিভাবকের সাক্ষাৎকার

মাতা, পিতা বা স্থানীয় অভিভাবক (আবেদনপত্রে উল্লেখিত) কলেজ চলাকালীন প্রতি শনিবার সকাল ১১টা হতে দুপুর ১টা পর্যন্ত সময়ে অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ মহোদয় বা গাইড শিক্ষকের সাথে সাক্ষাত করে ছাত্রী সম্পর্কে অবগত হতে পারেন।

শিক্ষক-অভিভাবক সভা ঃ

প্রত্যেক পরীক্ষার পর ফলাফল পর্যালোচনার জন্য শিক্ষক-অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়। অভিভাবক সভায় প্রকৃত অভিভাবকের উপস্থিতি আবশ্যক। বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অভিভাবক সভা সম্পর্কে জানানো হয়। তাই প্রত্যেক পরীক্ষার পর অভিভাবক সভা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়া অভিভাবকের কর্তব্য।

পরীক্ষার নীতিমালা ঃ

একাদশ শ্রেণিতে ০২ (দুই) টি অর্ধবার্ষিক ও বর্ষ সমাপনী পরীক্ষা এবং দ্বাদশ শ্রেণিতে প্রাক্-নির্বাচনি ও নির্বাচনি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক পরীক্ষার পূর্বে বিষয় শিক্ষক কর্তৃক গৃহীত টিউটোরিয়ালের আনুপাতিক অংশ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যুক্ত করে ফলাফল নির্ণয়ের বিধান রয়েছে। সকল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক।

প্রমোশন/ বোর্ড পরীক্ষার জন্য নির্বাচন ঃ

বর্ষসমাপনী ও নির্বাচনি পরীক্ষায় কেবলমাত্র সব বিষয়ে কৃতকার্য ছাত্রীদেরকে যথাক্রমে দ্বাদশ শ্রেণিতে উর্ত্তীণ এবং বোর্ড পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত করা হয়।

অনুমোদিত কোর্স ও বিষয় ঃ

বিভাগ	বিষয়সমূহ
মানবিক	বাংলা, ইংরেজি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, অর্থনীতি, পৌরনীতি ও সুশাসন, যুক্তিবিদ্যা, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি।
ব্যবসায় শিক্ষা	বাংলা, ইংরেজি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন, অর্থনীতি।
বিজ্ঞান	বাংলা, ইংরেজি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত।